সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: কোহিনূর বেগম
সভাপতি, ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

তত্ত্বাবধানে
মোঃ মাহবুবুর রহমান কাজী
প্রধান শিক্ষক, ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

সহ-তত্ত্বাবধানে
মোঃ ছানাউল্লাহ শাহ ফকির, সহকারী প্রধান শিক্ষক
মোঃ আবু ইউসুফ, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী)
রিন্টু কুমার দাস, সহকারী শিক্ষক (গণিত)

সম্পাদক
ইমরোজ জাহান
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

সহ-সম্পাদক
খোরশেদ আলম
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)

সম্পাদনা সহযোগী
সর্ব জনাব সুরাইয়া সুলতানা (সহকারী শিক্ষক), নাদিরা আক্তার খানম (সহকারী শিক্ষক), মোঃ মামুনুর রশিদ (সহকারী শিক্ষক), মোহাম্মদ আবুল হোসেন (সহকারী শিক্ষক), আবুল হোসেন (সহকারী শিক্ষক) , মোছলেমা খাতুন (সহকারী শিক্ষক), সাবিনা ইয়াসমিন (সহকারী শিক্ষক), মাহবুবুর রহমান (সহকারী শিক্ষক), সেলিনা আক্তার (সহকারী শিক্ষক)

শুভেচ্ছা বাণী

মেঘনা একটি নদীর নাম। বহমান নদী বয়ে চলে অবিরাম। বহতা নদীর স্রোতে পানির ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে যায়। পানি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্নতা ফিরে পায়। মানসিকতা তেমনি বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনও পরিচ্ছন্ন হয়। চিন্তা-চেতনার ব্যাপ্তি বাড়ে। ম্যাগাজিনের মাধ্যমে আলোকবর্তিকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়ায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভীতি ও জড়তা দূর হবে। পাবে লেখার সাহস। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পাবে। উন্মোচিত হবে সফলতার দ্বার। লেখাপড়ার পাশাপাশি জাতীয় কর্মে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন প্রশংসার দাবীদার। বিদ্যালয় বার্ষিকী একটি বিদ্যালয়ের দর্পনস্বরুপ। আজকের শিশু ভবিষ্যত সভ্যতার কর্ণধার। তাদের আগামী দিনের সুনাগ-রিক হিসেবে ঘরে তুলতে লেখাপাড়ার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটতে হবে। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বিদ্যালয় বার্ষিকী অনন্য ভূমিকা পালন করে। আজকের ক্ষুদে লেখকদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতে পারে আগামী দিনের খ্যাতনামা কবি। সাহিত্যিক লেখক ও বুদ্ধিজীবি।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুদের মনন ও সৃজনশীল বিকাশ সাধনই বিদ্যালয় প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য, প্রত্যেক শিশুর মাঝেই প্রতিভা লুকায়িত থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে তা বিকশিত হয়। বিদ্যালয় বার্ষিকী সে প্রতিভার বিকশিত হওয়ার উর্বর ক্ষেত্র। শিশুদের সৃজনশীল ভবনা ও কল্পনাগুলো বিকশিত হয় বিদ্যালয় বার্ষিকীতে। যা ভবিষ্যতে এর বীজ বপনের মতো। এ জাতীয় কাজে শিশুদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ছফুরা খাতুন গার্লস হাইস্কুলে আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক সর্বোপরি দেশের সংস্কৃতি সুষ্ঠু বিকাশে আলোকিত মানুষ গঠনে মেঘনার স্রোতধারায় আদর্শ মানুষ তৈরী করবে।

কোহিনুর বেগম
সভাপতি
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
করিমপুর, নরসিংদী।

বাণী

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা অর্জন করা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকারকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশ আজ উন্নত দেশ হিসেবে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ বিকাশের জন্য আমরা প্রত্যেকেই ভাবি নিজ নিজ সন্তানদের নিয়ে। প্রকৃতির সন্তান মানব শিশুকে পরিশুদ্ধ হতে হয়, পরিপূর্ণ হতে হয় স্বীয় সাধনায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাই হলো আমাদের মূলমন্ত্র। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন। আর এ লক্ষ্যে তাদেরকে সৃজনশীল, স্বাধীন, সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ জন্য প্রয়োজন যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী এবং উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতির সবম্বয়ে একটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ। শিক্ষার্থীদের মজ্জাগত প্রতিভা সহজে বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলাসহ নানাবিধ শিক্ষা কার্যক্রম।

মোঃ মাহবুবুর রহমান কাজী
প্রধান শিক্ষক
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
করিমপুর, নরসিংদী।

সম্পাদকীয়

স্কুল-ম্যাগাজিন একটি স্কুলের গৌরব ঐতিহ্যের স্মারক। একটি শিক্ষায়তনের সুখ-স্মৃতি, আনন্দ-বেদনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্ম প্রেরণার স্থায়ী দলিল। এটি একটি স্কুলের অনন্য স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, এক অত্যুজ্জল মহিমার মহাকাব্য। অনেক প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূল পরিস্থিতির বাঁধা পেরিয়ে শেষতক ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখপত্র "আলোকবর্তিকা" এর প্রথম আত্মপ্রকাশ সত্যিই আনন্দের। ম্যাগাজিন "আলোকবর্তিকা'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করায় আমি প্রথমেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জনাচ্ছি স্কুলের মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে যিনি ম্যাগাজিন প্রকাশের সাহসী উদ্যোগ নিয়ে এর সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে, আমাকে তার স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্কুলের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষককে, যিনি এর দায়িত্ব পালনে আমাকে প্রতিনিয়ত সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে এর দুরূহ কাজটি যথাসময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ব্যাপারে মানসিক শক্তি যুগিয়ে আসছেন। আমি আরো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সদস্যদের, যাদের সার্বক্ষণিক সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ ম্যাগাজিন "আলোকবর্তিকা'র নান্দনিক শোভা বর্ধন করতে সহায়তা করেছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইমরোজ জাহান
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
করিমপুর, নরসিংদী।

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
করিমপুর, নরসিংদী

বর্তমান নিয়মিত কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা-২০২২ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব কোহিনূর বেগম	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ আবূ ইউসূফ	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৩	জনাব খোরশেদ আলম	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৪	জনাব সুরাইয়া সুলতানা	সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি
০৫	জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল হক	অভিভাবক সদস্য
০৬	জনাব জাহাঙ্গীর আলম	অভিভাবক সদস্য
০৭	জনাব কামাল মোল্লা	অভিভাবক সদস্য
০৮	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অভিভাবক সদস্য
০৯	জনাব মোসাঃ রুৎফা ইয়াছমিন	সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য
১০	জনাব এ. কে. এম বদরুল আলম	দাতা সদস্য
১১	জনাব টুটুল সরকার	কো-অপ্ট সদস্য
১২	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান কাজী	প্রধান শিক্ষক / সদস্য-সচিব

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
করিমপুর, নরসিংদী

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা- ২০০২ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব কোহিনূর বেগম	নির্বাহী প্রধান
০২	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য
০৩	জনাব এ.এফ.এম তৈমূর শাহ	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ফটিক	সদস্য
০৫	জনাব শফিকুল ইসলাম ফরাজী	সদস্য
০৬	জনাব আবুল হাসেম সরকার	সদস্য
০৭	জনাব বজলুর রহমান মৃধা	সদস্য
০৮	জনাব ফরহাদ হোসেন মৃধা	সদস্য
০৯	জনাব মুলু হোসেন	সদস্য
১০	জনাব সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
১১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার	সদস্য
১২	জনাব কাজী শাখাওয়াত ইসলাম জুয়েল	সদস্য
১৩	জনাব মোঃ হালিম সরকার	সদস্য
১৪	জনাব মোঃ হরমুজ খান	সদস্য
১৫	জনাব মোঃ বাবুল মিয়া	সদস্য

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নামের তালিকা- ২০০২ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ হালিম সরকার	সদস্য
০২	জনাব মোঃ সিরাজুল হক সরকার	সদস্য
০৩	জনাব ডাঃ হাছান আলী ফরাজী	সদস্য
০৪	জনাব সামসুদ্দিন ভূইয়া	সদস্য
০৫	জনাব ডাঃ হাছন আলী ফরাজী	সদস্য
০৬	জনাব আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান	সদস্য
০৭	জনাব হাজী মোঃ মমতাজ উদ্দিন সরকার	সদস্য
০৮	জনাব মোঃ ওমর আলী	সদস্য
০৯	জনাব মোঃ বাবুল সরকার	সদস্য
১০	জনাব মোঃ সেলিম মোল্লা	সদস্য
১১	জনাব মোঃ ফয়জুজ্জামান	সদস্য
১২	জনাব ডাঃ খোকন সরকার	সদস্য
১৩	জনাব মোঃ খোকন সরকার	সদস্য
১৪	জনাব মোঃ রিপন সরকার	সদস্য
১৫	জনাব আনোয়ার হোসেন	সদস্য
১৬	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন সরকার	সদস্য
১৭	জনাব মোঃ বদর উদ্দিন ফিরোজ	সদস্য
১৮	জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান সরকার	সদস্য
১৯	জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া কয়াল	সদস্য
২০	জনাব মোহর আলী	সদস্য
২১	জনাব আব্দুল জাহের মোল্লা	সদস্য
২২	জনাব আওলাদ হোসেন মোল্লা	সদস্য
২৩	জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন	সদস্য
২৪	জনাব হাফেজ আশরাফ উদ্দিন	সদস্য
২৫	জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন ভূইয়া	সদস্য
২৬	জনাব মোঃ উসমান	সদস্য
২৭	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	সদস্য
২৮	জনাব গোলাম মোস্তফা	সদস্য

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা- ২০০৩ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব কোহিনুর বেগম	সভাপতি
০২	জনাব শফিকুল ইসলাম ফরাজী	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব এ. এফ. এম তৈমুর শাহ	সম্পাদক
০৪	জনাব নজরুল ইসলাম ফটিক	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য
০৬	জনাব বদর উদ্দিন ফিরোজ	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
০৮	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন	সদস্য
০৯	জনাব কাজী শাখাওয়াত ইসলাম জুয়েল	সদস্য

বিদ্যালয়ের প্রধান এডহক কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা-২০০৪ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব আয়ুব আলী	সভাপতি
০২	জনাব কোহিনুর বেগম	সদস্য
০৩	জনাব ইমরোজ জাহান	সদস্য
০৪	জনাব মুলু হোসেন	সদস্য
০৫	জনাব সেলিনা একরাম	প্রধান শিক্ষক / সদস্য-সচিব

বিদ্যালয়ে প্রথম নিয়মিত কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা- ২০০৫ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	সভাপতি
০২	জনাব ডঃ এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম	প্রতিষ্ঠাতা
০৩	জনাব প্রকৌশলী মোঃ সিরাজুল ইসলাম	শিক্ষানুরাগী
০৪	জনাব কোহিনুর বেগম	দাতা সদস্য
০৫	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অভিভাবক সদস্য
০৬	জনাব হাবিবুর রহমান ফরাজী	অভিভাবক সদস্য
০৭	জনাব মোঃ মুলু হোসেন	অভিভাবক সদস্য
০৮	জনাব হাসনা হেনা বেগম	অভিভাবক সদস্য
০৯	জনাব ইমরোজ জাহান	শিক্ষক প্রতিনিধি
১০	জনাব মোঃ শওকত আলী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১১	জনাব সেলিনা একরাম	প্রধান শিক্ষক / সদস্য-সচিব

বোর্ড অনুমোদিত নিয়মিত কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা-২০১০ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব এ. কে. এম আফজাল-উল-মুনীর	সভাপতি
০২	ড. আফিয়া দিল	প্রতিষ্ঠাতা
০৩	জনাব কোহিনুর বেগম	দাতা সদস্য
০৪	জনাব খোরশেদ আলম	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৫	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৬	জনাব ইমরোজ জাহান	সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি
০৭	জনাব আযানুর রহমান	অভিভাবক সদস্য
০৮	জনাব খোকন সরকার	অভিভাবক সদস্য
০৯	জনাব মোক্তার হোসেন সরকার	অভিভাবক সদস্য
১০	জনাব মোঃ হাছান আলী	অভিভাবক সদস্য
১১	জনাব কামরুন্নাহার	সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য
১২	জনাব নুরুল ইসলাম	কো-অপ্ট সদস্য
১৩	জনাব সেলিনা একরাম	প্রধান শিক্ষক / সদস্য-সচিব

বোর্ড অনুমোদিত নিয়মিত কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা-২০১৬ ইং

ক্র: নং	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	জনাব এ. কে. এম আফজাল-উল-মুনীর	সভাপতি
০২	ড. আফিয়া দিল	প্রতিষ্ঠাতা
০৩	জনাব এ. কে. এম বদরুল আলম	দাতা সদস্য
০৪	জনাব ইয়াহিয়া সরকার	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৫	জনাব মোক্তার হোসেন সরকার	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৬	জনাব আক্কাছ আলী	সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি
০৭	জনাব খোকন সরকার	অভিভাবক সদস্য
০৮	জনাব সেলিনা বেগম	অভিভাবক সদস্য
০৯	জনাব খোরশেদ আলম	অভিভাবক সদস্য
১০	জনাব মামুনুর রশীদ	অভিভাবক সদস্য
১১	জনাব নাদিরা আক্তার খানম	সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য
১২	জনাব কাজী শাখাওয়াত ইসলাম জুয়েল	কো-অপ্ট সদস্য
১৩	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান কাজী	প্রধান শিক্ষক / সদস্য-সচিব

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
করিমপুর, নরসিংদী

বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিচিতি-২০২৩ ইং

মোঃ মাহবুবুর রহমান কাজী, প্রধান শিক্ষক
মোঃ ছানাউল্লাহ্ শাহ্ ফকির, সহকারী প্রধান শিক্ষক
সুরাইয়া সুলতানা, সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা)
ইমরোজ জাহান, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
মোঃ মামুনুর রশীদ, সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম)
নাদিরা আক্তার খানম, সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)
খোরশেদ আলম, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)
রিন্টু কুমার দাস, সহকারী শিক্ষক (গণিত)
মোঃ আবু ইউসুফ, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী)
মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান)
আবুল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)
মোছলেমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)
সাবিনা ইয়াসমিন, সহকারী শিক্ষক, [illegible]
সেলিনা বেগম, সহকারী শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞান
মাহবুবুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, ইংরেজী

বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী পরিচিতি-২০২৩

মোঃ এন্তাজ মিয়া, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ খোকন মিয়া, এমএলএসএস
হোসনা আক্তার, আয়া

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
করিমপুর, নরসিংদী
বিগত ১০ (দশ) বৎসরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

পাসের সন	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাস	পাশের হার
২০১৩	১৯ জন	১৯ জন	১০০%
২০১৪	২৩ জন	২৩ জন	১০০%
২০১৫	২৭ জন	২৬ জন	৯৬.৩০%
২০১৬	৩১ জন	৩১ জন	১০০%
২০১৭	৩৬ জন	৩৪ জন	৯৪.৪৪%
২০১৮	৫৯ জন	৫৬ জন	৯৪.৯২%
২০১৯	৪৪ জন	৪৪ জন	১০০%
২০২০	৪৯ জন	৪৭ জন	৯৫.৯২%
২০২১	৫৭ জন	৫৭ জন	১০০%
২০২২	৫৪ জন	৪৯ জন	৯০.৭৪%

গর্বিত মাতা: মহিয়সী নারী ছফুরা খাতুন

ড. আফিয়া দিল
প্রতিষ্ঠাতা
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ড. এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

কোহিনূর বেগম
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সভাপতি
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ নুরুল ইসলাম
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সভাপতি (২০০৫-২০১০)
ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

জনাব এ. কে. এম আফজাল-উল-মুনীর
সভাপতি, বাংলাদেশ আইন সমিতি
ও
সভাপতি, ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (২০১০-২০২২ খ্রিঃ)

ড. আফিয়া দিল - এর কন্যাদ্বয়

ড. শাহিন দিল
আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ

ড. সায়েকা ভার্টিলেক দিল
আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ

প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে শিক্ষক সভা

শিক্ষক মিলনায়তন

মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে শ্রেণি কার্যক্রম।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ

প্রাত্যহিক সমাবেশে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত

প্রাত্যহিক সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও পতাকা উত্তোলন।

জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

প্রাত্যহিক সমাবেশে শপথ গ্রহণ

প্রাত্যহিক সমাবেশে শপথ গ্রহণ

শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা প্রদর্শন

গার্লস গাইডদের কার্যক্রম

গার্ল ইন স্কাউটদের ট্রুপ মিটিং

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন

শিক্ষার্থীদের গাছের চারা পরিচর্যা

বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে ব্যবহারিক কার্যক্রম

ক্ষুদে ডাক্তারদের কার্যক্রম

প্রাথমিক চিকিৎসা

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ রূপরেখা বাস্তবায়ন কল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের- “স্বাস্থ্যমেলা”

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ রূপরেখা বাস্তবায়ন কল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের- “স্বাস্থ্যমেলা”

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ বাস্তবায়নকল্পে জীবন ও জীবিকা বিষয়ক শ্রেণীকক্ষের বাহিরের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার গ্রহণ

বই উৎসব-২০২৩

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন অত্র বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ড. আফিয়া দিল কে ব্যাচ পরিয়ে দিচ্ছেন বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন ড. আফিয়া দিল

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি জনাব এ. কে. এম আফজাল-উল-মুনীর

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

লাঠিনৃত্যের কার্যক্রম

লাঠিনৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিজয় দিবসে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট - ২০২২ খ্রিঃ এ অংশগ্রহণকারী দল

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে শিক্ষকমন্ডলী

মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রভাতফেরী

১০ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ভিত্তিক আলোচনা সভা

১৭ ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভ জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশ

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান - ২০২৩ খ্রিঃ

শিক্ষক ও বিদায়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ - ২০২৩ খ্রিঃ

বার্ষিক শিক্ষা সফর - ২০২২ খ্রিঃ

মা সমাবেশ - ২০২০ খ্রিঃ

করিমপুর গার্লস হাইস্কুলের ইতিকথা

কোহিনূর বেগম

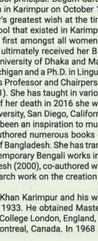

মেঘনা নদী পরিবেষ্টিত করিমপুর একটি ঐতিহ্যমন্ডিত গ্রাম। শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলায় ছিল আশে পাশের গ্রামের সেরা। নরসিংদী জেলার সদর উপজেলার এই গ্রামটিতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে একটি সংস্থার জরিপ অনুসারে সারা বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় করিমপুরের স্থান তৃতীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো আলোকিত মুখরিত হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামে কোনো গার্লস স্কুল ছিল না। এখানে একটি কারনে মেয়েদের পড়াশুনা প্রাধান্য পায়নি; সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারে এই গ্রাম ছিল পরিপূর্ণ। পাপ-পূন্যের মাপকাঠিতে ছোট ছোট (১০-১১ বছর বয়সী) বালিকাদের বিয়ে দেওয়া হতো। বিয়ের দু'এক বছরের মাথায়ই বালিকাটি সন্তান ধারন করতো; এই সময়ে তাদের শারিরীক অবস্থাছিল হৃদয়বিদারক। অনেকেই প্রসবকালীন জটিলতায় মারা যেতো অথবা প্রসবোত্তর জটিলতায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো।

আমার জন্ম করিমপুরে। বসবাস ঢাকা শহরে হলেও প্রায়ই আসতাম গ্রামে। গ্রামের প্রতিটি বিষয় সুক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করতাম। পড়াশুনা শেষ করে চাকরীতে ঢুকলাম। দৃষ্টি এবং চেতনা আরও বেড়ে গেলো। উপলব্ধি করলাম নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, তা না হলে অশিক্ষার অন্ধকার ঘুচবেনা। শুরু হলো সংগ্রাম । প্রথমে আমাদের জায়গায় স্কুল তৈরীর পরিকল্পনা করা হলো। কিন্তু জায়গার স্বল্পতার কারনে সেই পরিকল্পনা টিকলোনা। অন্য একটি জায়গা ঠিক করা হলো যেটি সরকারী প্রাথমিক স্কুল -২এর পার্শ্ববর্তী স্থান। সেখানেও স্থান স্বল্পতার কারনে পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে করিমপুরে গার্লস স্কুল নির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা আমার আব্বা মরহুম খুরশিদুল আলম। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তিনি সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। স্কুলের কথা বলতে তারা গেলে মলিন বদনে বিদায় করেছেন। কিন্তু তাতেও আব্বা দমে যাননি বরং আমাকে সাহস দিয়েছেন উৎসাহ যুগিয়েছেন। ২০০১ সালে নভেম্বর মাসে করিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল তৈরীর আলোচনায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়। আরও একটি সমাবেশ হয় করিমপুর খেলার মাঠে। সেখানে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে স্থান নির্বাচন করা হয়। উপদেষ্টা ছিলেন জনাব মনোয়ার আলী। সভাশেষে নির্ধারিত স্থানে দলে দলে সবাই সমবেত হয় । মালিক পক্ষের সংঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে সাফল্য সিঁড়ি একাডেমীর টিচার্স রুমে স্কুলের সভার কাজ শুরু হয়। সদস্য ছিলেন জনাব এ এফ এম তৈমুর শাহ্, জনাব আতাউর রহমান, জনাব বজলুর রহমান মৃধা, জনাব শফিকুল ইসলাম ফরাজী, জনাব শাখাওয়াত ইসলাম কাজী, জনাব মোঃ খুরশিদুল আলম, জনাব নজরুল ইসলাম ফটিক এবং আমি। কমিটির প্রথম ও প্রধান কাজ হয়ে উঠে গ্রামে চাঁদা কালেকশন। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা কালেকশন করতে দল ভিত্তিতে কাজে নেমে পড়ে। প্রথমে চাঁদা আসে মোঃ নুরুল ইসলাম, জনাব এ.কে.এম আফজাল-উল-মুনীর ও আমার কাছ থেকে। আমার দেড় লক্ষ টাকায় জমির কিছু অংশ বায়না করা হয়। তারপর গ্রামের ভিতর চাঁদা তোলার কর্যক্রম শুরু হয়। সংরক্ষিত টাকার সবটুকুই দক্ষিণপাড়া থেকে উত্তোলিত হয়। উত্তরপাড়া থেকে শুধুমাত্র জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম (জনাব শাখাওয়াত ইসলাম কাজী জুয়েলের বাবা) টাকা দেন। এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, দক্ষিণপাড়ার জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ ও জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ টংগীতে বসবাসরত ভ্রাতাদ্বয় ২০,০০০/= টাকা অনুদান দেন। সর্বমোট ৭/৮ লক্ষ টাকা জমা হয় তা দিয়ে জমির বায়নানামা করা হয়। আমার টাকা দিয়ে স্কুলের ১২.৫০ শতাংশ জায়গা ক্রয় করা হয়। উত্তরপাড়া থেকে চাঁদা তুলতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে অপমানজনক আচরণ পাওয়া যায়। অথচ স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাদের কন্যা সন্তানরাই প্রথম ভর্তির সুযোগ পায়। ঢাকায় বসবাসরত করিমপুরের উচ্চপদস্থ অনেকের কাছেই সাহায্য চাওয়া হয় কিন্তু সাহায্যের পরিবর্তে মাত্রাতিরিক্ত অপমান মাথায় নিয়ে ফিরে আসতে হয়। পোস্ট অফিস মতিঝিল হাইস্কুলে শহরের বসবাসরত শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য সমাবেশ আহ্বান করা হয়। কিন্তু সেখানেও আয়োজকদের প্রশ্নবানে জর্জরিত করে অপদস্থ করা হয়। পরবর্তীতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জনাব এ.এফ.এম তৈমুর শাহ্ (সাধারণ সম্পাদক), জনাব আতাউর রহমান, জনাব বজলুর রহমান মৃধা, জনাব নজরুল ইসলাম ফটিক, জনাব শাখাওয়াত ইসলাম কাজী, জনাব শফিকুল ইসলাম ফরাজী এবং আমি নিজে, উপদেষ্টা করা হয় জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবকে। করিমপুর বাজারে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমাবেশ করা হয়।

কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য বাঁধাগ্রস্ত হয়। এই সমাবেশে ঢাকার লোকজনকেও ডাকা হয়। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের বদ্ধমূল ধারনা ছিল উত্তোলিত টাকা আত্মসাৎ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কমিটির কিছু ব্যক্তি ইন্ধন জুগিয়েছে।

২০০৩ সালের মার্চ মাসে নরসিংদী জনকল্যান সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভায় আমাকে আমন্ত্রন জানানো হয় । সমিতির জ্যৈষ্ঠ সদস্য জনাব হারুন-অর-রশীদ স্কুল প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে আমেরিকা প্রবাসী জনাব ড. আফিয়া দিল ও তার ছোট ভাই জনাব ড. এ.কে.এম আমিনুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করতে বলেন। দায়িত্ব দেওয়া হয় জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবকে। জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব সে রাতেই যোগাযোগ করেন । তাঁরা এক প্রস্তাবেই রাজি হয়ে যান এবং ঐ বছরের ডিসেম্বরে এসে সকল বিষয় ফয়সালা করবেন বলে কথা দেন। যে কথা সেই কাজ ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে এসে তারা স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে দেন। এই মহিয়ষী নারীর শুভ চিন্তায় স্কুলের আলোচনা দ্রুত গতিতে চলতে থাকে এবং সংগে ছিলেন তাঁর ছোট ভাই জনাব ড. এ.কে.এম আমিনুল ইসলাম সাহেব। কিছু দিনের মধ্যেই পরিকল্পনা মাফিক স্কুল ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০০৪ সালে স্কুলের পাঠদান শুরু হয়ে যায়। প্রথম বছরেই আশাতীত সাফল্য পাওয়া যায়। একজন সরকারী চাকুরীজীবি হয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে স্কুলে আসা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তারপরও উর্ধতন বসদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রতি ছুটির দিন করিমপুর চলে আসতাম। কিন্তু তারপরও গ্রামের কিছু কুচক্রী মহলের অসহযোগিতায় প্রাত্যাহিক কাজ সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপরিসীম ধৈর্য্য, সাহস ও মনোবল কোন কাজকেই দমিয়ে রাখতে পারেনি। যারা এসব অপকর্ম করেছে তাদের অনেকেই আজ পৃথিবীতে নেই আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, আর যারা বেঁচে আছেন কামনা করছি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক ।

বোর্ড অফিস, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের বিভিন্ন ছোটখাটো কাজগুলো আমাকে করতে হয়েছে। পরবর্তীতে জনাব শফিকুল ইসলাম ফরাজী এই সব গুরু দায়িত্ব পালন করেন। স্কুলের কিছু শিক্ষক আমাকে জব্দ করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছে এবং স্কুল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার দূরভিসন্ধিতে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল। শুধু তাই নয়, স্কুল প্রতিষ্ঠার পিছনে আমার যে অবিরাম পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই কথাটি কারো মনে থাকেনি। এহেন হীনমন্যতাকে পিছনে ফেলে আমি সামনে এগিয়েছি। যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে- কর্মী, গ্রামবাসী তাদের জন্য রইলো আমার শ্রদ্ধা, সম্মান ও হৃদয় নিংড়ানো শুভ কামনা।

মরজাল থেকে কাঠ এনে স্কুলঘর, বেঞ্চ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্কুলের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। হযবরল ভাবে স্কুলে কার্যক্রম এগিয়ে যেতে থাকে। তখন থেকেই শুরু হয় কোন্দল। বহিরাগত লোকেরা স্কুলের স্টাফদের জন্য ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে। এই ষড়যন্ত্র থেকে ছোট ছোট কর্মচারীরা ও বাদ পড়েনি। ষড়যন্ত্র করে আমাকে চাকুরীচ্যুত করে। স্বপ্নের ছফুরা খাতুন গার্লস হাইস্কুলের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। অবশেষে ২০১৪ সালে একজন সুযোগ্য প্রধান শিক্ষকের আগমনের ফলে স্কুলের গোটা পরিবেশ পাল্টে যেতে থাকে। অন্ধকার সরে গিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী হয়। মানুষের জীবনে অনেক স্বপ্ন থাকে। কোন স্বপ্ন সফল হয় আবার কোন কোন স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। আমার আশৈশব লালিত একটি স্বপ্ন ছিল মেঘনার পাড়ে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে সামনে এগিয়ে আনা। আমার লালন করা একটি স্বপ্ন অন্তত বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বপ্নের করিমপুর গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। যিনি আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন আমি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যুগ যুগ ধরে তাঁর এই বাতিঘর এলাকা আলোকিত করবে - এটাই আমার সর্বশেষ কামনা। তিনি ড. আফিয়া দিল। আর একজনের কথা না বললেই নয়- তিনি জনাব নুরুল ইসলাম। অসুস্থ্য অবস্থায় ও শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে স্কুল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁর প্রতি রইলো হাজার সালাম। গ্রামের আপামর জনসাধারণ যারা গার্লস স্কুলকে শুভ কার্যক্রম হিসেবে দেখেছেন। আমাদের শুভকামনা জানিয়েছেন-তাদের প্রতি রইলো অসীম কৃতজ্ঞতা ও সূর্যস্নাত ভালোবাসা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। নারী শিক্ষা হচ্ছে কন্যা শিশুদের বাল্য বিবাহ থেকে দূরে রেখে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্ব-নির্ভর করে তোলা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে স্কুলকে কুলষিত করছে। ফলতঃ মনে হচ্ছে বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ধিক ঐসব অভিভাবকদের যারা স্কুলে তাদের কন্যা সন্তানকে পাঠিয়ে এস.এস.সি পাস না করিয়েই নিজেদের সংসারের বোঝা হালকা করার জন্য বিয়ে দিচ্ছেন । আইনের কোনা শাসন নেই। নিজেদের বিবেক নেই। তাদের বিকৃত রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে যা খুশি তাই করছে। কবে এই অন্ধকার দূর হবে? দূর্গন্ধময় পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটবে? আমরা সেই সুদিনের আশায় তাকিয়ে রইলাম। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। সমস্ত গ্রামের লোকেরা স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাকে যে ভালোবাসা ও দোয়া করেছেন তা নজিরবিহীন। সারাজীবন আমি এই ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকবো। স্কুল প্রতিষ্ঠায় যারা অপরিসীম অবদান রেখেছেন তারা হচ্ছেন জনাব ড. আফিয়া দল, জনাব ড. এ.কে.এম আমিনুল ইসলাম ও জনাব নুরুল ইসলাম। তারা এখন আর বেঁচে নেই। তাদের জন্য রইল দোয়া ভালোবাসা। আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ তালেরকে জান্নাতের ছায়ায় রাখুন।
আরও আছেন জনাব আতাউর রহমান, জনাব এএফএম তৈকমুর শাহ্ ও জনাব সিরাজুল ইসলাম ইঞ্জিনিয়ার মানুষের বুক ভরা ভালোবাসা আর দোয়া নিয়ে কবরে চিরশান্তির ঘুমিয়ে আছেন।

The founders of the Safura Khatun Girl's High school in Karimpur village of Narsingdi Sadar.

Dr. Shaheen Dil

Dr. Saeqa Vrtilek Dil

Professor Dr. Afia Dil is the daughter of Mr. Sikander Ali Khan and his wife Begum Safura Khatun. Sikander Ali Khan was a zamindar and a high school principal. Begum Safura Khatun was a primary school teacher in Jinjira, Dhaka. Born in Karimpur on October 19, 1926, Dr. Afia Dil attended the local school and her mother's greatest wish at the time was that her daughter be allowed to study beyond the school that existed in Karimpur. Her father, noting that she was a good student (she stood first amongst all women in India for her matriculation) made this possible. Dr. Afia Dil ultimately received her B.A. Honours and M. A. degrees in English Literature from the University of Dhaka and Master's in English and Applied Linguistics from University of Michigan and a Ph.D. in Linguistics from Stanford University in Stanford, California. She was Professor and Chairperson of the English Department at Eden Girls College (1954- 1961). She has taught in various colleges and universities in the United States. At the time of her death in 2016 she was Professor Emeri us at Alliant (former U.S.) International University, San Diego, California where she taught for over 30 years. Over the years she has been an inspiration to multiple generations of students from all over the world. She authored numerous books on linguistics, culture, literature, and the contemporary history of Bangladesh. She has translated several English classics into Bengali and several contemporary Bengali works into English. The book, Bengali Language Movement to Bangladesh (2000), co-authored with Dr. Anwar Dil, is highly regarded as the most judicious research work on the creation of Bangladesh as a nation-state.+
Professor Dr. A.K.M. Aminul Islam, son of Mr. Sikander Ali Khan Karimpur and his wife Begum Safura Khatun, was born in Musar Char on Dec 21, 1933. He obtained Masters degrees from the University of Dhaka, Bangladesh and City College London, England, as well as a PhD in Anthropology from McGill University in Montreal, Canada. In 1968 he joined Wright State
University and became chair of the Department of Anthropology, Sociology, and Social Work. In 1995, Professor Islam was granted the University's Trustees Award for Faculty Excellence in teaching, scholarship, and service. Prof. Islam was also honored with prestigious Fulbright scholarships twice in his lifetime, and presented scholarly papers in more than thirty countries. Prof. Islam wrote more than 25 books in the fields of cultural anthropology, social sciences and social work in both English and Bengali. His masterpiece "A Bangladesh Village: Conflict and Cohesion" is regarded as a reference book on cultural anthropology throughout the United States and elsewhere and over 30

editions have been published to date. Returning to her village in the early 2000s, Dr.Afia Dil noted that although the local school covered education through the 10th grade in the village, the parents of girls in the village did not want their daughters to attend a co-ed school. In fact, many of the girls were married off after 6th grade. She therefore decided to start a school exclusively for girls. Together with her brother, Dr. Aminul Islam they decided to name the school after their mother, Begum Safura Khatun. A part of the land used for the school came from the inheritances of Dr. Afia Dil, Dr. Aminul Islam, and their sister, Mrs. Sharifa Hafeez. In 1957, in recognition for her teaching at Eden Girls College, the government of then East Pakistan, awarded Dr. Afia Dil a land grant in what is now Dhanmondi, Dhaka. Dr. Dil used the proceeds from development of that land to fund the school.

In July 2003 Dr. Afia Dil laid the foundation stone of the school. The school initially consisted of one concrete structure with four rooms and a tin structure with five rooms. In 2006, an additional two story concrete structure with six rooms was built. Starting with a 6th grade class of 60 students in 2003, the school added grades yearly, until by 2008 it covered grades 6-10. The school additionally received government grants which were used to partially fund six teachers and a school head teacher. By 2019 the school had over 600 students. When the tin structure deteriorated, Mr. Afzal Munir, a member of the community who served as School Committee Chair for many years obtained a Government grant to build a 4 story building with 20 rooms on the school grounds. The building was completed in 2022. In the 20 years since the school started it has graduated over five handers students; most of them have completed their Intermediate; many more have completed college, and some of them have attended University.

In 2007, Dr. Aminul Islam passed and left a trust fund in support of the school. In 2010 Dr. Afia Dil set up an additional Trust fund. Since Dr. Dil's death in 2016, her daughters Drs. Shaheen Dil and Saeqa Vrtilek took over management of the trusts and provide additional funding for the school as needed.

নবযাত্রা

মোঃ ছানাউল্লাহ্ শাহ ফকির
সহকারী প্রধান শিক্ষক

বিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠদানই করা হয় না, তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ে ম্যাগাজিন প্রকাশ করাও সেরকম একটি আয়োজন। নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের, করিমপুর গ্রামে অবস্থিত "ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়" চরাঞ্চলের একটি উদীয়মান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিন "আলোকবর্তিকা" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

ম্যাগাজিনে শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাদের সৃষ্টিশীল লেখা প্রকাশ করেছে। সেটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষার উন্নয়ন হয়, নেতৃত্বের গুণাবলির চর্চা হয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে দূরত্ব যেমন কমে, তেমনি শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকায়িত গুণাবলি, মেধা এবং সৃজনশীলতা আবিষ্কার করতে পারে, পরিচিত হতে পারে ওইসব শিক্ষার্থীর চিন্তা চেতনার সঙ্গে। এই বিদ্যালয়ে আছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

একটি ম্যাগাজিনে যখন কোনো শিক্ষার্থী কোনো লেখা দেবে তখন তাকে পাঠ্যবই ছাড়াও বাইরের অনেক কিছু পড়তে হয়। এর ফলে একদিকে যেমন বাড়ে তার সাধারণ জ্ঞান, অন্যদিকে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। আর তার লেখা যখন ম্যাগাজিনে ছাপা হয় তখন সেটি এক ধরনের স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি পেলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় আরও কয়েকগুণ। তার লেখাটি দেখে এবং পড়ে বহু শিক্ষার্থী, অনেক শিক্ষক। ম্যাগাজিনের লেখা দেখে সবাই বিচার করার সুযোগ পায়, কমেন্ট করতে পারে এবং বিদ্যালয়ের সবাই একজন লেখক শিক্ষার্থীকে তখন চিনতে শুরু করে। ম্যাগাজিনে লেখার জন্য একজন শিক্ষার্থীর যে প্রস্তুতি লেখার পর তার আত্মবিশ্বাস এবং বাস্তবধর্মী মূল্যায়ন জীবনের প্রকৃত সঙ্গী এবং সহায়ক। এটি এক ধরণের মূল্যায়নও বটে।

এই বিদ্যালয়ে আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে। প্রথম যেদিন আমি এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, তখনই আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পরিবেশের প্রতি অন্যরকম এক ভাললাগা কাজ করেছিল। যোগদানের পর সেই ভাললাগা আরও বহুগুণে বেড়ে গেছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও একাডেমিক কার্যক্রম দেখলে অন্য যেকোনো মানুষের ভাল লাগবে এটা আমি মনে প্রানে বিশ্বাস করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সহ সকলের প্রতি।

পরিশেষে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিন "আলোকবর্তিকা" প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

স্বপ্নের পথে যাত্রা

ইমরোজ জাহান
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

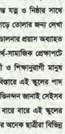

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, প্রায় ২০ বছর ধরে চলতে থাকা এক আলোকময় জ্ঞান শিক্ষার অদম্য, অপরাজিতা নারী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রের নাম। মেঘনা নদীর অববাহিকায় চার দেয়ালে আবদ্ধ প্রিয় স্কুল ভবন, বিদ্যালয়ের মাঠ দেখে নয়ন ভরে যায়। যেমন সুন্দর স্কুল তেমনি ইউনিফর্ম। নিত্য নতুন সফলতা ও করেছে অতিক্রম। ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইতিহাস, ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নরসিংদী সদর উপজেলায় করিমপুরগ্রামের তথা পুরো চরাঞ্চলে একটি ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নে ব্রত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লেখা পড়ার পাশাপাশি সহ পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তাদের যারা কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধাবিহীন অনুন্নত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন বুকে লালন করেছিলো। জন কয়েক সাহসী ও শিক্ষানুরাগী মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই, জ্ঞানের দীপালী হাতে শিক্ষার আলো বিস্তারে এই স্কুলের পাদ পীঠে যারা উৎসর্গ করেছেন জীবন-যৌবন সেই সব কীর্তিমান শিক্ষক মন্ডলীকে। একই সাথে অভিনন্দন জানাই সেইসব প্রতিভাবান কৃতি ছাত্রীদের, যারা অমাবশ্যার অন্ধকারে জোনাকীর আলো হয়ে জ্বলে উঠেছেন বারে বারে এই স্কুলের চলার পথে। তাঁদের কীর্তিতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে স্কুলটি আজ এগিয়ে চলছে। এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রীরা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশের প্রতি প্রান্তরে। এই বিদ্যালয় থেকে বহু শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উন্নতি করে সমাজ ও দেশকে আলোর পথে ধাবিত করছে যার ফলে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয়। সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দ ছাত্রীদের আদর্শগত শিক্ষা ও সুনাগরিক গঠনকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পরিশেষে আমি ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় "একটি আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"

মোঃ আবু ইউসুফ
সহকারি শিক্ষক (ইংরেজী)

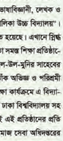

মানুষের মন ও চাহিদা পরিবর্তনশীল। সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতাই মানব সমাজের প্রধান ধর্ম। আর এই পরিবর্তন ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। সমাজে পরিবর্তনটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। পরিবর্তন না হওয়াটা অস্বাভাবিক। যেখানে শিক্ষার বিচরণ সেখানেই পরিবর্তন লক্ষনীয়। আর নারীদেরকে শিক্ষার অধিকার থেকেবঞ্চিত রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই কথাটির যথার্থতা অনুভব করে চরাঞ্চলের কিছু জ্ঞানী-গুনী, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদ একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেঘনা নদীর তীরে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ঘেরা নরসিংদী সদরের অন্তর্গত করিমপুরে, প্রানকেন্দ্রে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভাষাবিজ্ঞানী, লেখক ও অধ্যাপক প্রয়াত ড. আফিয়া দিলের মায়ের নামে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় "ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়"। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সময়ের বিবর্তনে বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখানে স্নিগ্ধ সকালে পাখির কলরবে শুরু হয় পাঠদান। এ প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম কানুন, শৃংখলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মডেল স্বরুপ। চরাঞ্চলের কৃতি সন্তান বাংলাদেশ আইন সমিতির সভাপতি জনাব আফজাল-উল-মুনির সাহেবের পৃষ্টপোষকতায় এবং সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক জনাব মাহবুবুর রহমান কাজীর অধীনে এখানে এক ঝাঁক অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী শিক্ষক মন্ডলী অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। নরসিংদী জেলায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে এ বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীরা বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। সেই সাথে অত্র বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। উর্ধ্বতনশিক্ষাকর্মকর্তাগণ বরাবরই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করে আসছেন। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, অবসর প্রাপ্ত সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব কোহিনুর বেগম নিয়মিত বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি লেখা পড়ার মানোন্নয়নে সর্বদা সু-পারামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। মোটকথা, একটি সুন্দর মনোরম ও সু-শৃঙ্খল পরিবেশে এ বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এমন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হতে পেরে নিজেকে ধন্য ও স্বার্থক মনে করছি।

আদর্শ শিক্ষক

খোরশেদ আলম
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)

শিক্ষার কবি জাগিয়ে তোলে
শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন,
সামাজিক কলহ তাড়াতে
হৃদয় মাঝে জাগিয়ে তোলে
আপন সত্তার অমূল্য রতন।

শিক্ষক ঘিরেই পঠন পাঠন
শিক্ষক মাঝেই বিদ্যা,
মানবিক দৃষ্টি ছড়িয়ে সে
পায় বিশাল শ্রদ্ধা।

আঁধারে আলো দিয়ে
জাতি করে আলোকিত,
নৈতিকতার আদর্শ দিয়ে
বিবেক করে জাগ্রত।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
আর শিক্ষার প্রাণ তুমি,
তোমার আলোর পরশে
ধন্য জন্মভূমি।

পরশ পাথর

মামুনুর রশীদ
সহকারী শিক্ষক, (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

নরসিংদীর কোলে মেঘনার তীরে ছোট্ট গ্রাম,
গুণীতে পুষ্ট রয়েছে অপার সুনাম।
তীক্ষ্ণ চেতনা তাঁদের পড়িল গাঁয়ের উদরে,
ছফুরা খাতুন বিদ্যা সিন্ধু ভাসিল নদীর তীরে।
বরণীয় হোক সুমহান এ ভাস্বর,
পবিত্র বাণী -বিলিয়ে যুগ-যুগান্তর।
সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলার বিদ্যানিকেতন,
অবয়ব তারি এমনি জুড়ায় সবার মন।
শিক্ষা-দিক্ষায় চরাঞ্চলের শীর্ষে অবস্থান,
গভীর আবেশে ভালবেসে রাখি ও তার মান।
গড়িলেন যাঁরা রইবে মনে চির অম্লান।
আঁধার মুছে দিতে কেবলি নশ্বর জ্যোতি,
ঠাই লও বক্ষে তাকিয়ে আছে নিরবধি।
সদা তারি দীর্ঘায়ু কামনা করি,
এইখানে ইতি দিলাম আল্লাহর নাম স্মরি।

Eternal Bond

Md. Abu Yusuf
Assistant Teacher (English)

I bought a jolly nice bird
Always I care with my heart.
Lost myself, gazing at her eyes
I get hurt, while her byes.
Weal she offers, no fall no strife
Without this bird, it's painful life.
If she falls in trouble
Nothing to do I am able.
In my aloof, touches my heart
Her loving sound often is heard.
I can do all, as she is fond
Death is able break this bond.
Once out of cage, I'll free her
Moving at large like a deer.
If somewhere away she flies
Never will pursue, no tries.

What I am

Romana Islam.
Class 10, Roll:14,
Section : Science

Everyone wants to be extra ordinary
But I want to be normal.
Someone can feel him gorgeous
But I want to be simple.
Someone can show off and can be
Proud of what he has
But I am satisfied with what I have.
Someone can lead a luxurious life
I am happy in a small hut
Someone can lead his life by doing misdeed
Or Corruption
I will do what's the truth and best for the nation
I don't want to say anything on the Pest,
Because I know that I'm the best.

সময়টা ছিল - ২০০৪

মরিয়ম আক্তার
(এস, এস, সি-২০০৮)
সহকারী অফিসার, কর্মসংস্থান ব্যাংক

মনে হয় এই তো সেই দিন সকাল বেলায় নানা ভাইয়ের (ফটিক মাস্টার) হাতটা ধরে গিয়েছিলাম ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। যেহেতু স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের ছাত্রী ছিলাম সেহেতু স্কুলের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের সাথে সম্পর্কটা ছিল খুবই মধুর। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলতে ২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সবসময় মনে করি, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ কে যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় সুপ্ত প্রতিভাকে জাগরিত করেছিলেন এবং শিখিয়ে ছিলেন কিভাবে সফলতার পথে অগ্রসর হতে হয়। জীবনে চলার পথে বহুবার ব্যর্থতার গ্লানি গ্রাস করেছিল আমায়, তবে আল্লাহর রহমতে কখনো থেমে যাইনি, কারণ আমি কখনো থামতে শিখিনি বরং শিখেছি কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সমস্ত গ্লানি মুছে। আর এই শিক্ষাটাই পেয়েছি আমার প্রিয় শিক্ষাঙ্গনের প্রাণ প্রিয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের কাছ থেকে। তাই প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাই শিক্ষাগুরুদের।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছোট বোনদের প্রতি আমার উপদেশ মনের ভিতর আশার আলো নিয়ে এগিয়ে যাও, স্বপ্ন লালন করতে থাক, চলার পথে যত সমস্যাই আসুক কখনো ভেঙ্গে পড়বে না। অন্যদের তুলনায় সফলতা যদি দেরি করে ও আসে তবুও নিরাশ হইয়ো না, কারণ ছোট বাড়ি তাড়াতাড়ি তৈরি করা যায় কিন্তু প্রাসাদ তৈরী করতে সময় লাগে।

সফলতার আঙ্গিনা

ফারহা আক্তার মুক্তি
(এস, এস, সি-২০১৪)
অধ্যয়নরতঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা)

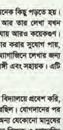

জীবনে ভালো কিছু করতে হলে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না, শুধু দরকার সেই কাজটি করার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। আর সেই ইচ্ছাশক্তির শুরুটাই হয় কিছু মানুষের হাত ধরে। এই স্কুল ও স্কুলের সেই সকল শিক্ষকদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল আমাদের কিছু করে দেখানোর ইচ্ছা। এই স্কুল আমাদের দিয়েছে সেই আত্মবিশ্বাস। জীবনের সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও আনন্দময় ছিল সেই স্কুল জীবন। স্কুল জীবনে শিক্ষকদের যে কথাগুলো বিরক্তিকর মনে হতো, সেগুলোই ছিল জীবনের সবচেয়ে অমূল্য কথা। ধন্যবাদ সেই সকল শিক্ষকদের, যাদের হাত ধরে আজ এতদূর আসতে পেরেছি আমার মত আরও অনেক ছাত্রী। কৃতজ্ঞ স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি, যাদের জন্য পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারছে গ্রামের হাজারো মেয়ে। যাদের জন্য সহজ হয়েছেনারী শিক্ষা, এগিয়ে যাচ্ছে আমার মত মেয়েরা যারা গ্রামের গন্ডি পেরিয়ে আজ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে।

আমার স্কুল

ইন্নি আক্তার
(এস, এস, সি-২০১৮)
অধ্যয়নরতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা)

একটা মানুষ জীবনের সবচেয়ে অতুলনীয় সুন্দর মুহূর্ত কাটায় তার স্কুল জীবনে। আমি ও এর ব্যতিক্রম নই। বলছিলাম আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় করিমপুর, নরসিংদীর কথা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসেও ইচ্ছেরা ডানা মেলে ফিরে যেতে চায় সেই সময়টায়। যেখানে মানসিক চাপ নামক কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিলনা, যেখানে স্মৃতির ঝুলিটা কোনো কিছু হারাবার নয় বরং প্রাপ্তিটা পূর্ণ ছিল। বান্ধবীদের সঙ্গে কাটানো খুনসুটি মাখানো অমূল্য কিছু মুহূর্ত, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের স্নেহ মাখানো বকুনি, পরিচিত ক্লাসরুমের চেনা গন্ধ, সবাই একসাথে টিফিন ভাগ করে খাওয়ার আনন্দ, ক্লাসরুমের বেঞ্চ সরিয়ে সেখানে সবাই বসে নাচ, গান, অভিনয় আরও কত শত স্মৃতিতে ভরপুর ছিল সেই ঝুলি। যে বিদ্যাপিঠ পর্যন্ত না আসলে আমার হয়তো কখনো তথাকথিত A+ নামক সোনার হরিণ ছুঁয়ে দেখা হতোনা, শোনা হতো না প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর নাম আর আজ সে অবধি আসাও সম্ভব হতোনা। আমার বিদ্যাপিঠ এ আছেন স্বপ্ননির্মাতা যাদের সান্নিধ্যে থেকে আমি শিখেছি কিভাবে ব্যর্থতার গ্রাস থেকে বের হয়ে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। তাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন কেবল স্বপ্ন দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে নেই সেটা অর্জন করে নিতে হয়। অজ পাড়াগাঁ থেকেও কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, কিভাবে স্বপ্নের কাছে পৌঁছাতে হয় তার অনুপ্রেরণা আমি আমার বিদ্যাপীঠ এর স্বপ্ননির্মাতাদের কাছেই পেয়েছিলাম।

"প্রিয় বিদ্যালয় ও কিছু স্বর্ণালী স্মৃতি"

সামিয়া ফারুক
(এস, এস, সি-২০১৯)
অধ্যয়নরত, নরসিংদী সরকারী কলেজ।

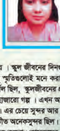

"কিছু চেনা মুখ অচেনা হয় ব্যস্ততার ভীড়ে মানুষগুলো
হারিয়ে যায় সময়ের মিছিলে, রেখে যায় শুধুই স্মৃতিগুলো"

আমার জীবনের স্মৃতিময় দিনগুলো কেটেছে ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে। স্কুল জীবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই নিজের মনের অজান্তে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়ি। কারণ কিছু কিছু বিষয় শুধু স্মৃতিগুলোই মনে করায় না, সাথে মনের অব্যক্ত অনুভূতিগুলোকে ও জাগিয়ে দু'চোখ ভাসায়। স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ বাতাসের মতোই নির্মল ছিল, স্কুলজীবনের প্রতিটা দিন। ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আমার আছে হাজারো স্মৃতি আর না বলা হাজারো গল্প। এখন আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, অতীতের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি কী? চোখ বন্ধ করে নির্দ্বিধায় বলবো স্কুল জীবন। এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না। আসলে মানুষ সব সময় তার স্মৃতিকে খুঁজে বেড়ায় এবং তার কাছে মনেহয় তার অতীত অনেকসুন্দর ছিল। ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের লাল-খয়েরী, সাদা ইউনিফর্ম, নিয়ম মাফিক ক্লাস সবটাই আজ নিছক কল্পনা। ক্লাসরুমের হেটে, কোলাহল, বান্ধবীদের সাথে টিফিন টাইমে আড্ডা, ঝালমুড়ি-চটপটি এবং সবাই একসাথে টিফিন ভাগ করে খাওয়া।

স্কুল ছুটির পরে দল বেঁধে বাড়ি ফেরার সেই সময়গুলো যেন এখনো আমায় ডাকে। এতগুলো বছর পরেও মনে হয়, ইশ! আবার যদি সেই সোনালী দিনগুলো ফিরে পেতাম! তাহলে কতই না মজা হতো! ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ছিল পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবার, মনের মতো কিছু বান্ধবীর সমাহার । আজও মনে পড়ে মাঠে দাঁড়িয়ে অ্যাসেম্বলির কথা, জাতীয় সংগীত গাওয়া। ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যাপীঠেই আমার হাতেখড়ি। এর সান্নিধ্যে এসে শিখেছি প্রজ্ঞা, জ্ঞান, আচারও নিষ্ঠা। আমাদের স্যার-ম্যাডামরা বিপদে আপদে সবসময়ই পাখির ছানার মতো পাখার নিচে আগলে রেখেছিলেন। মানুষ যত বড় হয় তার ভেতরে তত যান্ত্রিকতা চলে আসে এবং কর্মব্যস্তার কারণে তার অতীত ভুলে যায়, কিন্তু স্কুল জীবন হারিয়ে যায় না, বরং স্মৃতির পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। সময় চলে গেছে বহুদূর কিন্তু আমার মনে হয় এই তো কিছুদিন আগে ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম, এই তো কিছুদিন আগে কত ছোট ছিলাম। আজ খুব করে চাই স্কুল জীবনের সময়টাতে ফিরে যেতে। স্মৃতির পৃষ্ঠা ভারি করে একে জীবনের ভালো সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, যা আর কখনো ফিরবার নয়। ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্মৃতিগুলো জমা থাক বইয়ের শেষ পাতায়, এক কাপ গরম চায়ের নেশায়, আর আমার লেখা অগোছালো কবিতায় ।

রাগিনী
রিপা আক্তার
এস. এস. সি - ২০১৫ খ্রি.

এক যে ছিল বন্ধু আমার, শুধুই করতো রাগ
যদিও ভালোবাসায় ছিল না, তার কোনো ফাঁক
খাবার খেতে দেরি হলে, রাগ দেখাইতো তারই ফলে।
পড়াশোনায় চাইতো আমি থাকি এগিয়ে,
এই সুযোগে আমি তারে দিতাম রাগিয়ে।
যদি খাবার, গোসল, পড়া নিয়ে, দেখতো অবহেলা
শুরু হয়ে যাইতো যে তার মনের ও জ্বালা
কমাতে চাইলে মনের জ্বালা, বলতাম আমি অনেক কালা
রাগে, দুঃখ যেত ফেটে
এই সুযোগে নামটি দিলাম কেটে।
নাম ছাড়া তো ডাকবো কী?
নাম দিয়ে দিলাম "রাগিনী"
নাম ছিল তার "পূজা রানী"
রাগ ভাঙানো হয়ে যেত দায়
কিন্তু
ভেঙে যেত রাগ, বলতাম যদি আয় কাছে আয়।

তুমিই বড় হবে

উম্মে রুমান
শ্রেণিঃ নবম, রোলঃ ০৪
শাখা : বিজ্ঞান

গুরুজনদের শ্রদ্ধা করো
ছোটদের করো আদর।
কেউ তোমাকে বকবেনা আর
দুষ্টু, পাঁজি, বাঁদর।
রাস্তাঘাটে দেখলে স্যার
সালাম দিও বার বার।
পড়ার সময় পড়তে বসো।
খেলার সময় খেলতে যাও।
কাজকে কভু করোনা হেলা,
যদি করো কাজকে হেলা,
তাহলে পরবর্তীতে নিজেই
পোহাবে কাজের জ্বালা।
মাতা-পিতার মনে কভু
নাহি দিও কষ্ট,
শ্রদ্ধা-সম্মান দিয়ে
তাদের মনকে করো তুষ্ট।
শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
রুটিন মাফিক পড়।
এই জীবনে তোমার চেয়ে
কে আর হবে বড় !!

তোমার জন্য

শারমিন ইসলাম প্রান্তি
শ্রেণি ঃ দশম, রোল :০১
শাখা : বিজ্ঞান

তোমার জন্য
হারালো মায়ের খোকন,
তোমার জন্য
হারিয়ে গেল শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিগন
তোমার জন্য
মায়ের কোল খালি
তোমার জন্য
প্রাণ দিল যে
কত মায়ের কোলের ছেলে
তোমার জন্য
হারালো বোন নিজের ভাই
তোমার জন্য
ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত
তোমার জন্য
ভাইয়ের রক্তে পিছল পথ।
তোমার জন্য
স্কুল মাঠে ছাত্র ছাত্রীর চেতনা
তোমার জন্য
মাঠের আনাচে কানাচে
তোমার জন্য
কাজী নজরুলের অবাধ কবিতা ও সংগীত
তোমার জন্য
নজরুলের ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো
তোমার জন্য
নদীর উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া ভাইয়ের মৃতদেহ
তোমার জন্য
জলপাই রঙের ট্যাংক আসে এই বাংলায়
তোমার জন্য
মায়ের কান্না আর হাহাকার
তোমার জন্য
বাংলা আজ হারালো সব।
মাতৃভাষা বাংলা তুমি এত নিরুপায় ।
মাতৃভাষা বাংলা, তোমার জন্য বাংলা
হারালো সব ।

একাকিত্ব

মানসুরা আক্তার কেয়া
শ্রেণিঃ দশম, রোল:০৩
শাখাঃ বিজ্ঞান

সেতো নয় কোনো খারাপ
লাগার অনুভূতি
সেতো নয় কোনো অভিশাপ
সেতো নয় কোনো উত্তাল সাগরের ঢেউ
একাকিত্ব!
সেতো উপভোগ করার মতো অনুভূতি
সেতো না পাওয়ার মধ্যে পাওয়ার মতো
শ্রুতিময় মুহূর্তখানি
সেতো মুক্তার ভেতর ঝিনুকের ন্যায়
একাকিত্ব!
লিখিয়েছে আমায় খুব
তাইতো আমি এখন নিজেই
নিজের প্রকৃত বন্ধু

ফুল

আতিকা আহম্মেদ
শ্রেণিঃ নবম, রোল:০৮
শাখাঃ বিজ্ঞান

ফুল তুমি সুন্দর প্রকৃতির বুকে,
অপরূপ দৃষ্টান্ত আল্লাহর সৃষ্টিতে ।
দলে দলে উড়ে সব প্রজাপতির দল,
দেখে সবার মনে লাগে প্রান্ত সকাল ।
রংধনুর সাতরং উকি মারে আকাশে,
যেন কিছু বলে যায়, প্রকৃতির বাতাসে।
কথাগুলো, পৌঁছে দিও ফুলের ঐ বাগানে,
সব রং বিলিয়ে দিতে চাই তাদেরই মাঝে।
চাইনাকো বিনিময়ে অন্যকিছু আর,
সবার মনে ছড়িয়ে রেখো খুশির জোয়ার।
দুঃখ-বেদনা ভুলে যেন, থাকে হাসি-খুশি,
রংধনুর শেষ, রঙের মতো তোমাদের ভালোবাসি।

একদিন ডাক্তার হবো

নাইমা আক্তার মাহি
শ্রেণি ঃ দশম, রোল:০৪, শাখাঃ বিজ্ঞান

তখন আমার জন্ম হয়নি। আমার জন্মের আগে থেকে আমার বাবা-মায়ের স্বপ্ন যদি তাদের মেয়ে হয় তাহলে ডাক্তার হবে। তারপর আমার জন্ম হলো। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার মায়ের খুব কষ্ট হয়েছে, তখন তার মুখ থেকে এই কষ্টের কথা শুনে ঠিক করলাম আমি একদিন ডাক্তার হবো। যাতে করে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অন্যের মায়েরা যেন এই কষ্টের মুখোমুখি না হতে হয় । তাই আমার আম্মুর ইচ্ছা তার মেয়ে গাইনী বিশেষজ্ঞ হবে, আর আমারও ইচ্ছা একদিন ডাক্তার হবো । মানুষ যখন নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে যে সে জীবনে অনেক বড় কিছু হবে তখন সে ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু করে এবং এক পা এক পা করে এগিয়ে যায়। স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে। আমিও সেই পথের পথিক। ডাক্তার হতে হলে প্রচুর পরিমাণে পড়ালেখা করতে হয়। আমি ও আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতেছি, জানি এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে এক দিন আমার স্বপ্ন পূরণ হবে। আর আমি যদি ডাক্তার হতে পারি তাহলে গরীব মানুষ আর বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না । তাই আমাকে একজন আদর্শ ডাক্তার হতে হবে। আমি যদি ডাক্তার হতে পারি তাহলে আমি আগে আমার গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করবো যাতে তারা আমাকে নিয়ে সবসময় গর্ব করতে পারে । আমার সপ্ন পূরণে সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি।

কেমন হবে বিদ্যালয়ের শেষ দিন

জান্নাতুল ফেরদাউস
শ্রেণি দশম রোল : ০৪, শাখাঃ ব্যবসায় শিক্ষা

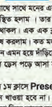

প্রতিদিনের মতো সকাল বেলা নাস্তা খেয়ে বের হলাম স্কুলের উদ্দেশ্যে। তবে যাওয়ার সাথে সাথে মনের একটা কষ্ট ও বাড়তে থাকল, অবশেষে স্কুলে পৌঁছে গেলাম। দৈনিকের মতো সমাবেশে উপস্থিত হলাম । তার পর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলাম। সময়ের সাথে সাথে মনের কষ্টটা আরও বহুগুনে বাড়তে থাকল। এক এক ক্লাস করে চারটি ক্লাস শেষ হলো। তার পর টিফিনের সময় সকল বান্ধবীরা মিলে টিফিন শেষ করলাম। কত মজাই না হলো টিফিনের সময়ে। তারপর আবার ক্লাস। ছুটির আগের ঘন্টা । মনের কষ্টটা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,আমার দু-চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল। এই ভেবে, আর এই বিদ্যালয়ে স্কুল ড্রেস পড়ে আসা হবে না।

সেই হাজিরা খাতাতে রোল ১ থেকে ৭০ পর্যন্ত নাম ডাকা হবে না। আর শ্রেণি কক্ষে বসে ১ম ক্লাসে **Present Sir** বলা হবে না। টিফিন সময়ে সবাই এক সাথে বসে হাসি, ঠাট্টা, মজা করে টিফিন খাওয়া হবে না। এই বন্ধুর কাছ থেকে একটু একটু করে আর খাওয়া হবে না । স্কুল মাঠে গোল করে বসে বন্ধুরা মিলে আড্ডা দেওয়া হবে না। প্রতিটি ক্লাসের প্রিয় স্যার, ম্যামরা ও বিদায় জানিয়ে দিল। হঠাৎ করে স্কুলের পিয়ন ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দিল শেষ বিদ্যালয়..........সেই কত দিন আগে এই বিদ্যালয়ে ছোট ক্লাসে, ভর্তি হয়েছিলাম। আজ বিদায়। এভাবেই দিন চলে যায়, সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। বিদ্যালয়ের কাছে হয়ে গেলাম পর। বাসায় এসে স্কুল ড্রেস সুন্দর করে ভাজ করে রেখে দিলাম একটা স্মৃতি হিসাবে।

সফলতা

ফাহমিদা আফরিন বাধন
শ্রেণিঃ দশম, রোল: ১২, শাখাঃ ব্যবসায় শিক্ষা

সফলতার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা হয় না। সফলতা শব্দটি একেক জনের কাছে একেক রকম। সফলতার জন্য তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যর্থতার পরেও আবার নতুন করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সমাজে সাধারণত সফলতা বলতে টাকা ও সম্মান অর্জনকে বুঝায়। যেমন মানুষ টাকা উপার্জন করে স্বপ্নপূরণ করার পরে নিজেকে সফল মনে করে। আবার শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীকে পড়ায় এবং ঐ শিক্ষার্থী যখন যোগ্য হয়ে ঐ শিক্ষকের পাশের চেয়ারে বসে তখন ঐ শিক্ষক নিজেকে সফল ভাবে। সফলতার জন্য তোমাকে উড়তে হবে যদি উড়তে না পার তবে দৌঁড়াতে হবে তাও না পারলে হাঁটতে হবে কিন্তু থামা যাবেনা। তবেই একদিন সফলতা আসবে।

মা

উপমা সিকদার
শ্রেণিঃ ১০, রোলঃ ১৬, শাখা: বিজ্ঞান

মা মানে ভালোবাসা
মা মানে আমার প্রাণ
মা মানে আল্লাহর কাছে পাওয়া
সন্তানের সবচেয়ে বড় দান
তাই তো আল্লাহ বলেছেন
মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত
মা মানে সন্তানকে
হৃদয় ঢেলে দেওয়া ভালোবাসা
মা মানে সন্তানের
বিপদের সব আশা ভরসা
মায়ের কষ্ট আল্লাহর কষ্ট
যার ক্ষমা হয় না কখনো
তাই তো মাকে ভালোবাসলে
সুখ পাবো জীবনে ।

মুরগীর ছানা

আখি আক্তার
শ্রেণি ঃ দশম, রোল: ১৭,
শাখা: বিজ্ঞান

মুরগীর ছানা
বাগানে দিয়েছে হানা
কেউ করেনি মানা
নেই যে তাদের ডানা
হঠাৎ দাদু দেখে
উঠিলেন রেগে
আসিলেন বেগে
ছানারা গেল ভেগে।
দাদু তারপর
হলেন তৎপর
দিয়ে কাপড়ে ছেঁড়া
বাগানে দিলেন বেড়া।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ
নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শতপ্রাণ
হেসে খেলে গেয়ে যাই জীবনের গান।
এখানে আছে সব মেধাবীর দল
ভবিষ্যতে করবেই তারা বিশ্বজয়।
বনের মধ্যে হরিণ যেমন শান্তপ্রিয় প্রাণী
শিক্ষকরাও দেয় আমাদের জ্ঞানের বানী।
বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন আছে যেমন সুখ, শান্তি
ধুয়ে মুছে দূর হয় মনের সকল ক্লান্তি।
এসেছিলাম একদিন শিশু রূপে,
বিদায় নিব একদিন মুক্ত পাখি হয়ে।

পাখির মতো

সাথী আক্তার সেঁজুতি
শ্রেণিঃ নবম, রোলঃ ১৯, শাখাঃ মানবিক

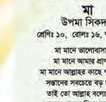

সবাই বলে পড়রে সোনা
পড়ায় আমার মন বসেনা
কাঁঠাল চাপার গন্ধে।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে,
নদীর কাছে থাকতে।
বকুল ডালে লুকিয়ে থাকে
পাখির মত ডাকতে।
সবাই, যখন ঘুমিয়ে থাকে
কর্ণফুলির কুলটায়।
দুধ ভরা ঐ চাঁদের বাটি
কে যেন উল্টায় ।
তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়বো
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গায়ে ঘুরবো।
তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য
আমিই না হয় পাখিই হবো।
পাখির মতো বন্য।

বিদ্যালয় তুমি কে
মুক্তা আক্তার
শ্রেণিঃ নবম, রোলঃ ০৮, শাখা:মানবিক

তুমি কে বিদ্যালয়
তোমার কাছে আসলে মানুষ ভালো হয়ে যায়।
তোমার কাছে আসলে
মানুষ শিক্ষা পায়,
তোমার কাছে আসলে, মানুষ
আদব কায়দা পায়,
তোমার কাছে আসলে,
মানুষ শিক্ষার অধিকার পায়।
তোমার কাছে আসলে মানুষ,
নিজে পায়ে নিজে দাঁড়ায়।
তুমি কি সেই বিদ্যালয়?
যেখানে আমরা মানুষের মত হতে পারি ।

আলোয় দিয়ে ঘেরা

নদীয়া আক্তার
শ্রেণিঃ নবম রোলঃ ০২, শাখাঃ মানবিক

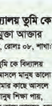

সুন্দর তম বিদ্যালয়টি আলোয় আলোয় ভরা
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্থাপন করেছেন যাঁরা।
চারদিকে তার গাছগাছালি মাঝখানে তার মাঠ
সমান তালে বিছিয়ে আছে অনেক সবুজ ঘাস ।
সন্ধ্যা বেলায় বসে সেখানে হাজার পাখির মেলা
দুপুর বেলা ঘুঘু ডাকে, পেঁচা ডাকে রাতে
সকাল বেলা শালিক পাখি খেলায় খেলায় মাতে ।
পাশে বহে গেছে মেঘনা নদী
অনেক স্বচ্ছ নদীর জল ।
সেখানেতে মোর বিদ্যালয়টি সবচেয়ে সেরা
আলোকিত মানুষ গড়ে তোলে
আলোয় দিয়ে ঘেরা।

মোদের বিদ্যালয়
ইফা মনি
শ্রেণী: অষ্টম, রোল:১৩

সুজলা, সুফলা সবুজে ঘেরা
মোদের বিদ্যালয়,
মোদের জীবনকে গড়ে তোলে
বড়ই আলোময়।
বিদ্যা শিখতে বিদ্যালয়ের
নেইকো তুলনা।
তাই তো মোরা স্লোগানে বলি
বিদ্যালয়কে ভুলনা
বিদ্যালয়, বিদ্যালয় ছোট
একটা শব্দ,
এর বিশালতা খুঁজতে গেলে
হয়ে যাই স্তব্দ।

মুজিব তোমায় সেলুট

শিফা রহমান আইরিন
শ্রেণি: ৯ম রোলঃ ১২, শাখাঃ বিজ্ঞান

হে মুজিব তুমি বাঙালির বন্ধু
পারবনা শোধ করতে তোমার ঋণ অতল সিন্ধু শিখিয়েছো অধিকার
তুমি শিখিয়েছো স্বাধীনতা
রেসকোর্স ময়দানে কবির মতো শুনিয়েছ বাঙালির কথা,
জাতির মনে সাহস জুগিয়েছ তুমি
কিভাবে রক্ষা করতে হবে এই মাতৃভূমি
দেশ রক্ষার উদ্যোগগুলো শিখিয়েছ হাতে কলমে,
অবশেষে জয় করলাম দেশ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
মানুষ রূপি দানবরা হত্যা করেছে তোমায়
তাই বলে কি তোমায় ভুলা যায়?
ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছো তোমার অবদান
দিয়ে গেছে স্মৃতি তোমার ১৬ কোটি প্রাণ।
এ দেশের রাস্তাঘাট অলি গলিতে
আজও মুজিব তোমার কথা ওঠে।
আজও বাঙালি তোমায় ভুলেনি,
মুজিব তোমার কাছে বাঙালি চিরঋনি।

Name: Sanjida Akter Riya
Class: 08 Roll:01

The name of our school is Safura khatun Girl's High School. It is situated on the bank of the river Maghna, in the village of Karimpur under Narsingdi district. It is the one and only girls high school in our locality. Our school has a playground and two flower gardens. Everyday they bloom various kinds of flowers. Our school has two buildings and each floor of these buildings has three classroom and a washroom and every class has two white board and one blackboard, four Windows, two doors six lights and four fans with sufficient benches. There is also a library where we can read books as our choice. Our school has not only a library but also a computer lab, science lab and a conference room. There are 17 teachers in our school. Every teacher has already proved their excellence in not only their own subject but also in other subjects. To make our lesson easy the teacher try their best in the class. All of the teachers of our school are really very industrious. They are not very hard but also very friendly. We are really very fortunate that we have got them. Every year our school arrange an annual sports day. Where we can see different kinds of sports like long jump, high jump, race, dance , acting and so on. Besides, our school also arrange a study tour every year. These are not only good for our health but also give us emmense pleasure. We can't express our emotion ,our feelings for school in words. Our school is just like a family for us. We love our school very much and we are proud of our school.

প্রিয় স্কুল

উম্মে হাবিবা ফারুক
শ্রেণিঃ অষ্টম, রোলঃ ২৭

প্রিয় ছফুরা খাতুন গার্লস হাই স্কুল,
এইখানেতে ফোটে বহু আগামীর ফুল ।
সমাবেশের সময় মাঠজুড়ে ছাত্রীদের মেলা,
পুরো স্কুল মাতিয়ে করে নানা রকম খেলা।
আমাদের বিদ্যালয়, অতি মনোরম,
জ্ঞানী শিক্ষকগণ সদা করেন বিচরণ।
সবুজে ঘেরা মাঠ, ফুলে ভরা চারিপাশ
সুন্দর ইউনিফর্ম এর পূর্ণতা করে বিতরণ।
শিক্ষকরা অতি যত্নে দেয় পাঠদান,
শিক্ষার্থীরা শিখে নিত্য নতুন সাধারণ জ্ঞান।
কত ভুলভ্রান্তি, কত জানা-অজানা
আমরা স্কুল থেকে শিখি,
খেলাধুলা, গান বিনোদন ও সংস্কৃতি
তাইতো প্রিয় স্কুলকে সবসময় মনে রাখি।

জ্ঞান
হালিমাতুজ সাদিয়া
শ্রেণিঃ অষ্টম, রোলঃ ৩৫

বিদ্যা শিখতে বিদ্যালয়ের
বড়ই প্রয়োজন,
তাইতো সবাই মন দিয়ে
করব জ্ঞান অর্জন।
জ্ঞান মানে জীবনের আলো
জ্ঞান মানে শক্তি,
তাইতো মোরা বিদ্যাকে
করব অনেক ভক্তি।
জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান
নেইকো তুলনা
জ্ঞান ছাড়া মোদের
জীবন সে চলে না।

রাগ
মরিয়ম আক্তার ছাইদা
শ্রেণিঃ ৮ম, রোল: ৩২

রাগ করেছি তোমার সাথে,
সাড়া দেবনা তোমার ডাকে।
আর যাবনা বাড়ি তোমার
নদী, ব্রিজ হয়ে পার।
দেখবনা আর তোমার মুখ
রাগ হয়েছে আমার খুব।
তুমি এবার অচেনা
তোমায় আমি আর ডাকবনা।
ইচ্ছে হয় যদি কথা বলতে
তবুও যারা চুপ করে,
দেবনা সাড়া আর দেব না, তোমার ডাকে।

বাপের প্রিয় অতিথি

ইসমাত জাহান তাজরি
রোলঃ ০৪ শ্রেণিঃ ৭ম, শাখাঃ জবা

জন্ম থেকেই বাপের ঘরে
প্রিয় রাজকুমারী
সেই মেয়েটাই সুখের খোঁজে
ছাড়বে বাপের বাড়ি
যাদের জন্য দেখল চোখে
এই পৃথিবীর আলো
তাদের ছেড়েই রাজকুমারী
থাকে অতি ভালো

সারা জীবন মেয়ে থাকে
বাবার রাজকুমারী
সেই মেয়েটাই একদিন হবে
বাপের, প্রিয় অতিথি।
ইচ্ছে হলেও দেখতে পায় না
নিজের বাবাটাকে,
চোখের দেখা দেখতে হলেও
পরের অনুমতি লাগে

যে বাড়িতে জন্ম হল
গড়ল সুখের জীবন
সেই বাড়িতেই বেড়াতে যায়
বাপের প্রিয় অতিথি।

আমাদের বিদ্যালয়
নাজীফাতুন মাসতুরা
শ্রেণিঃ সপ্তম, রোলঃ ২৫, শাখাঃ জবা

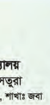

ছফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি
এই আমাদের গর্ব,
ভবিষ্যতের জীবন মোরা
এখান থেকে গড়ব
বোনের মতো সহপাঠী
পিতৃতুল্য স্যার,
প্রাণে দরদ মুখে শাসন
পড়ান চমৎকার।
বিদ্যালয়ে আসি মোরা
সেই যে সকাল বেলা,
লেখাপড়া করেই মোরা
কাটাই সারাবেলা।
বিদ্যালয়ে পড়ে আমার
ধন্য হলো মন।
হবই হব সবার সেরা
এই করেছি পণ।